গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০২১.১৬.০০১.২০১৯- ৫৭৭

তারিখ ঃ ২৮ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ জনরিাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে গত ৩০/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রম প্রেরণ করা হলো।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ডকপি সরাসরি এবং সফটকপি (Nikosh Unicode Font) ই-মেইল (admin3@mhapsd.gov.bd) যোগে আগামী ১৭ নভেম্বর/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৩ শাখায় আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে.......................পাতা।

(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মজুমদার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৫৩০
ই-মেইলঃ admin3@mhapsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ঢাকা।
৫। অনুবিভাগ প্রধান ....(সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। সমন্বয়ক, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭। পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ, (সভার কার্যপত্র পাওয়ার পয়েন্টে প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন ও সভার নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি ঃ
সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বেলা ১২:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত সচিব (আনসার ও সীমান্ত), অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃংখলা), অতিরিক্ত সচিব (সীমান্ত অধিশাখা), অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ-২), সহ জননিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২.০ **আলোচনা :**

সভাপতি জননিরাপত্তা বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ যথাযথ ভাবে পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে বলেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১ জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা দ্রুত প্রেরণ করা।	অধিদপ্তর/সংস্থা সকল

৩.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মোট ১৮টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০৬টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
৩.১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। (১১-০২-২০১৬)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৯/০১/১৯ তারিখের ৩৬নং স্মারকের মাধ্যমে প্রস্তাবটিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে ২০/০৫/২০১৯ তারিখের ৮৬নং স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা হচ্ছে।	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চুড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৩.২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। (১১-০২-২০১৬)	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক বর্তমানে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৬(ছয়) বছর। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা শূন্য বছরে নিয়ে আসা অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানায় যেহেতু বিদ্যমান আইনটি নতুনভাবে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু একই সময়ে বিদ্যমান আইনটির একটি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব যথার্থ নয়। উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এ বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির যেসকল বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫' এর পরিবর্তে 'আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৯' এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে যা মন্ত্রিসভার নীতিগত	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চুড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ী করণের শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ

		অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য উপস্থাপনে আছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে।	
৩.৩	(ক) বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ এ কর্মরত (পোষাকধারী ও পোষাকবিহীন) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ০৩ বছরের নীচের সন্তানদের রেশন প্রদান (২০-১২-২০১৪)	এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে ৩৬৮ নং স্মারকে ১৩/১০/২০১৯ তারিখে জিও ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়ন বলে গণ্য করা যেতে পারে।	বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ শাখা
৩.৪	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। (০৬-০৬-২০১০)	<u>এডিপির অর্থায়নে চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) :</u> ১) পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (৭৮%) ২) দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে আউট পোষ্ট নির্মাণ প্রকল্প (৬৪%) ৩) পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ (৬৫%) ৪) ৯টি পুলিশ অফিস ভবন নির্মাণ (সিআইডি ও পিবিআইসহ) (৮৫%) ৫) পুলিশ বিভাগের ১৯টি জেলা/ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ (৮৫%) ৬) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৮৫%) ৭) ১৯টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ (৬০%) ৮)বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ (৫৫%) ৯) "৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ (৩০%) ১০) ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ (সংশোধিত) (৮৫%) ১১) বরিশাল ও সিলেট এপিবিএন ও আর.আর.এফ পুলিশ লাইন্স নির্মাণ (২৫%) ১২) বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকায় ও খুলনা জেলায় পুলিশ লাইন্স নির্মাণ (২৫%) ১৩) পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল ক্রাইম কন্টোল এন্ড অপারেশন মনিটরিং সেন্টার ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (১০%) ১৪) র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ (১০%) ১৫) বাংলাদেশ পুলিশের ডাটা সেন্টার স্থাপন (৬%) ১৬) Sustainable Initiative to Protect Women and Girls From GBV (STOP-GBV)। (৪০%)। ১৭) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ ১৮) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ ১৯) বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ ২০) বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ (৩%) ২১) বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় (৫০%) ২২) হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১০%) ২৩) র‍্যাব এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ২৪) র‍্যাবের আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।(৩%)	চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।
৩.৫	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত) ৬তলা ভীত বিশিষ্ট ৪তলা ব্যারাক ভবন ও অধিনায়ক বাংলো নির্মান কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১৫টি কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে প্রকল্প সমাপ্তির পর ২য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ২৫টি ব্যাটালিয়নকে মডেল ব্যাটালিয়নে রূপান্তর কাজ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। **বাস্তবায়নেঃ** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৩.৬	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ

৪.০

০৭-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ১২টি এবং ১৫টি বাস্তবায়নাধীন/চলমান রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
৪.১	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। ১১-০৫-২০১৬	(১) জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সন্ত্রাস নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা রোধে নিয়মিত যৌথ অভিযান অব্যাহত আছে। (২) জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি ও উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির ইউনিয়ন আইন শৃঙ্খলা কমিটি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। (৩) উপজেলা প্রশাসন, গ্রাম পুলিশ, পুলিশ, র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থাকে নজরদারি বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (৪) জেলা কোর কমিটির কার্যক্রম জোরদার করা লক্ষে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/ সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** রাজনৈতিক অনুবিভাগ
৪.২	জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২০-০৪-২০১৬		
৪.৩	২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপঃ (৩১আগস্ট/ ২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদ) মামলার সংখ্যা: ৪৩৫ | অভিযোগপত্র: ৩৯১ | চূড়ান্ত রিপোর্ট: ৪৩ উচ্চ আদালতের আদেশে ১টি মামলার তদন্ত স্থগিত রয়েছে।	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি
৪.৪	২০১৪'র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ০১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের সংখ্যা,তদন্ত সমাপ্ত কার্যক্রম চলমান ও সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ: (০১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ): মামলার সংখ্যা: ৩,৮৫০ | তদন্ত সমাপ্ত: ৩,৭৯৩ | কার্যক্রম চলমান: ৫৭	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি
৪.৫	অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	অবরোধ সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহে জড়িত ব্যক্তি ও ইন্ধনদাতাদের সনাক্ত ও গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত দ্রুত সমাপ্ত করে চার্জশীট প্রদান করার জন্য পুলিশ সবসময় তৎপর রয়েছে। এসব মামলার তদন্ত ও বিচার কাজ মনিটর করার জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি ইউনিটে একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় রুজুকৃত মামলাসমূহের বিবরণ (৩১ আগস্ট/২০১৯ পর্যন্ত হালনাগাদ)। মামলার সংখ্যা: ১৮৪০ | অভিযোগপত্র: ১৭৯৪ | চূড়ান্ত রিপোর্ট: ৩৩ | তদন্তধীন: ১৩	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি
৪.৬	সোনা পাচার/ মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	<u>পুলিশ</u> সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিট কর্তৃক ২২৫টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্তে ৩৯৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার অভিযানের পাশাপাশি বিশেষ অভিযান পরিচালনা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এজন্য দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, স্থল বন্দরে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি	(ক) যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।

		করা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যে সব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার করা হয় সেসবরুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে পুলিশি টহল জোরদার ও জনগণকে সভা সমাবেশ এবং কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে। নিয়মিত অভিযানের ফলে গত সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে মাদক উদ্ধাররে ঘটনায় দেশের বিভিন্ন থানায় ১০,১৯৮টি মামলা রুজু হয়েছে। এছাড়া শিশু ও মানব পাচারের ঘটনায় সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে ৫৭টি মামলা রুজু হয়েছে। <u>বিজিবি</u> ক। সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র ও মানব পাচার প্রতিরোধে সমগ্র বাংলাদেশের ৪১৮৪ কিঃ মিঃ স্থল ও ২৪৩ কিঃ মিঃ জল সীমান্তে বিজিবি'র ৬৯৫ টি বিওপি সক্রিয় রয়েছে এবং বিজিবি সীমান্তে সার্বক্ষনিক নজরদারিসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। খ। গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে বিজিবি কর্তৃক ১.৯৩৬ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করাসহ ০২ জন আসামীকে আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গ। বিজিবি'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ৩,৬৭,৬৮৭ পিস ইয়াবা, ৩৪,২৯৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৫২১.৭৭৬ কেজি গাঁজা, ৫,৬৩০ বোতল বিদেশী মদ, ২০০ লিটার দেশী মদ, ৫১২ ক্যান বিয়ার, ১.১১০ কেজি হেরোইন, ৪,২২৫ টি এ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ১১,২১৭ টি অন্যান্য ট্যাবলেট আটক করা হয়েছে। ঘ। গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে মাদকদ্রব্যসহ ধৃত ২৬৭ জন আসামীকে মাদক দ্রব্য আইনের আওতায় ৩২৮ টি মামলা দায়ের পূর্বক সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ঙ। গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে বিজিবি কর্তৃক পিস্তল- ০১ টি, বন্দুক- ০৩ টি ও গুলি- ৭ রাউন্ড উদ্ধার করতঃ সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করা হয়েছে। চ। গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে বিজিবি কর্তৃক মানব পাচার প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত অভিযানে ০৯ জন নারী ও ০৭ জন শিশু আটক করা হয়েছে।	
৪.৭	জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে । ০৭-০৫-২০১৫	দেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নের জন্য পুলিশ সদস্যগণ নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা এবং জনগনের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন জেলা ও ইউনিটে ৪৬০ টি ফাঁড়ির মধ্যে ১১৭টির নিজস্ব ভবন রয়েছে। ২২৮টি ফাঁড়ির নিজস্ব জমি নাই। ঐ সকল ফাঁড়ির জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ণের কার্যক্রম চলমান আছে। নীতিমালা চূড়ান্ত হলে জমি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট ফাঁড়ি সমূহের মধ্যে (যে গুলোর জমি রয়েছে) ১১৫ টির নতুন ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ৪৩টি ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপপ্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ
৪.৮	মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	বাংলাদেশ পুলিশের থানা সমূহ, নবসৃষ্ট ইউনিটসহ বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সর্বশেষ গত ১৪/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ করতঃ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। উক্ত সুপারিশমালা চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে মাননীয়	ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কি না তা বিবেচনা করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ সংশ্লিষ্ট কমিটি

		স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে-০৯/০৫/২০১৮খ্রি. তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে পুলিশ অধিদপ্তর হতে অতিরিক্ত আইজি (এইচ আর এম), বাংলাদেশ পুলিশকে মনোনীত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। গঠিত যৌথ কমিটির ২য় সভা গত-১৭/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। প্রাধিকার অনুযায়ী জমি অধিগ্রহন কার্যক্রমও চলমান আছে।	
৪.৯	সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	বর্তমানে সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। বিগত সময়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট কর্তৃক যে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাকে চিহ্নিত করে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধিসহ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।	যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ।
৪.১০	চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার "দর্শনাকে" পুলিশ থানায় উন্নীত করা হবে। ১৯-০২-২০১৫	নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর অনুমোদনের জন্য ১৩/১১/২০১৮ তারিখ সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ
৪.১২	কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)	১। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ৩,১৩৭ টি অভিযান পরিচালনা করে ১২,৭০০টি বোট তল্লাশি চালিয়েছে। এ সকল অভিযানে কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক আনুমানিক মোট টাকা ১৫১,২৩,৫১,১৫০/০০ (টাকা একশত একান্ন কোটি তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার একশত পঞ্চাশ মাত্র) মূল্যমানের বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২,৯২,১৬২ পিস ইয়াবা, ১,৪৪৫ গ্রাম গাঁজা, ০৮ বোতল হুইস্কি ও ৫০ লিটার দেশীয় মদসহ আনুমানিক ৮,৭০,৮১,১৫০/০০ (টাকা আট কোটি সত্তর লক্ষ একাশি হাজার একশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা মূল্যমানের মাদক দ্রব্য রয়েছে। ২। কোস্ট গার্ড বাহিনীর সকল বেইস, স্টেশান ও আউটপোস্টে নজরদারিসহ অভিযান ও টহল পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপথে মাদক এবং মানব পাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত মানব পাচার রোধে কক্সবাজারের ইনানী ও হিমছড়িতে দুটি স্টেশান ও বাহারছড়াতে একটি আউটপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অপারেশান পরিচালিত হচ্ছে।	(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১৩	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের উন্নয়ন বাজেট হতে ১০টি নতুন ৬তলা ব্যারাক নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজস্ব বাজেট হতেও ১৪টি(৬তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা)ব্যারাক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ব্যারাকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৯টি ব্যারাকের ৮৪টি ফ্লোর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হওয়ায় ১৭২০০ ফোর্সের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের রাজস্ব বাজেট হতে ১৭টি নতুন ৬তলা ব্যারাক, ২৭টি থানার ব্যারাক এবং ৬৪টি নতুন ৬তলা ভিতের মহিলা ব্যারাকের কাজ চলমান। উন্নয়ন বাজেট হতেও বিভিন্ন ইউনিটে ১১টি নতুন ৬তলা ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত ভবন সমূহের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৪৭,০৫০ ফোর্সের আবাসন ব্যবস্থা সম্ভব হবে।	অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।

	(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	ক। বিজিবি সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি সীমান্তে চোরাচালান এবং মাদক পাচার ও সেবন প্রতিরোধে কঠোর নজরদারী ও বিশেষ টহল পরিচালনা করছে। খ। বাংলাদেশ-মায়ানমারের সর্বমোট ২৭১ কিঃমিঃ সীমান্তের মধ্যে ১৯৮ কিঃমিঃ অরক্ষিত ছিল। তন্মধ্যে সীমান্তে ২২ টি নতুন বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১২৩.৫ কিঃ মিঃ সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে আরো ১৫ টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৭৪.৫ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে। গ। অপরদিকে বাংলাদেশ-ভারতের সর্বমোট ৪,১৫৬ কিঃমিঃ সীমান্তের মধ্যে ৩৪১ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্তে ৪০ টি নতুন বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ২৭৮ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য এলাকায় আরো ০৫ টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ২৩ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে এবং সুন্দরবন এলাকায় ০২টি ভাসমান বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে বিওপি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১৪	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার বিষয়ে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর হতে কোন প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায়নি। বিষয়টি আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে প্রতিবেদনের জন্য রয়েছে।	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪.১৫	সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন। ২০-০১-২০১৪	২৩/০৯/২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০২.০০৩.১৮-৩৯১ নম্বর স্মারকে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ

৫। এ পর্যায়ে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১২/১১/১৯

(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।